V.I.
0

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা, স্বরূপ ও উপকরণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

জীবনের নিষ্ঠুর দুঃখময় উপলব্ধি থেকেই ট্র্যাজেডির জন্ম। 'মিডিয়া' নাটকে ইউরিপিডিস বলেছিলেন, 'The man is completely blest exists not.' জীবনে কেউই সুখী নয় — ইহাই ট্র্যাজেডির মূল কথা। সফোক্লিসের নাটকেও এই সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে। 'আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন' — এই সত্য রবীন্দ্রনাথেরও শেষ অভিজ্ঞতা। মনুষ্যজীবনের এই চিরন্তন রহস্যকে বোঝবার জন্যই মানুষের শিল্প-সাধনা। আর সেই সাধনারই শিল্পরূপ হল ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডির জন্ম-ধারণা পাশ্চাত্য কলাবিদদের দান। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রীরা এই বিয়োগান্তক পরিণতিকে কখনই নাটকে স্থান দেননি। ফলে ভারতীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি নেই।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে মহাকাব্য, কমেডি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করলেও তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন ট্র্যাজেডির আলোচনাতে। তিনি ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন: "A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work; in a dramatic, not in a narrative form; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions." ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নিয়ে সমালোচকগণ নানা রকম আলোচনা করলেও তাঁদের সকল আলোচনা মূলতঃ অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এবং আজও ট্র্যাজেডিতত্ত্ব আলোচনায় তাঁর সংজ্ঞাই অপরিহার্য।

অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে ট্র্যাজেডির কয়েকটি লক্ষণ জানতে পারা যায়। প্রথমতঃ ট্র্যাজেডি হবে জীবনের কোন ঘটনার অনুকরণ। দ্বিতীয়তঃ জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই হবে ট্র্যাজেডির বিষয়। তৃতীয়তঃ ট্র্যাজেডির ঘটনা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং তার একটি পরিমিতি থাকবে। চতুর্থতঃ ট্র্যাজেডির রচনারীতিতে থাকবে কোন আনন্দজনক উপাদান। অ্যারিস্টটল আনন্দজনক উপাদান বলতে ছন্দবদ্ধ সঙ্গীতকেই বোঝাতে চেয়েছেন। পঞ্চমতঃ ট্র্যাজেডির

Scanned with CamScanner

ভাষারীতি হবে নাটকীয়, বর্ণনামূলক নয়। ষষ্ঠত: ট্র্যাজেডি সহানুভূতি ও ভয় উদ্রেক করে ঐ অনুভূতিগুলি থেকে মানুষের চিত্তশুদ্ধি ঘটায়। ট্র্যাজেডির এই লক্ষণগুলি নিয়ে অনেক আলোচনা ও বাদানুবাদ হয়েছে এবং সমালোচকগণ অনেক দিক দিয়ে ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব বিস্তৃত করেছেন। ভাববাদী হেগেলের মতে, মানবজীবনের অনৈক্য ও সংঘাত একটি উচ্চতর ঐক্যে মিশে যায়। ট্র্যাজেডির মধ্যে হেগেল একটি শাশ্বত বিরোধেরই পরিচয় পেয়েছেন। শোপেন হাওয়ারের মতে, ট্র্যাজেডি আমাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করে যে জীবনে সুখ নেই। জীবনের প্রতি আসক্তিও মূল্যহীন। অন্যদিকে নীটশে ট্র্যাজেডির মধ্যে জীবনের গৌরব ও নিষ্ফলতার দ্বন্দ্ব দেখেছেন। এইসব সমালোচক ও দার্শনিকদের মূল কথা হল, জীবনের সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ রূপের যে অনিবার্য বেদনা তাকেই প্রকাশ করাই ট্র্যাজেডি লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য।

অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে ট্র্যাজেডির আলোচনায় ট্র্যাজেডির ছয়টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল যথাক্রমে — ① আখ্যানবৃত্ত বা Plot, ② চরিত্র বা Ethos ③ ভাষা বা Diction, ④ চিন্তা বা Thought, ⑤ দৃশ্য বা Spectacle এবং ⑥ সঙ্গীত বা Song. এই ছয়টি উপাদানের মধ্যে দৃশ্য উপাদানটি অপরিহার্য নয়। কারণ ট্র্যাজেডি শুধু অভিনয় হয় না, পঠিতও হয়। কাজেই অভিনয়ের ক্ষেত্রে দৃশ্যের আবশ্যিকতা হয়, কিন্তু পাঠের ক্ষেত্রে দৃশ্যের আবশ্যিকতা হয় না।

① আখ্যানবৃত্ত বা Plot :- ট্র্যাজেডির ছয়টি উপাদানের মধ্যে আখ্যানবৃত্ত বা Plot সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অ্যারিস্টটল Plot-কে নাটকীয় ঘটনা বিন্যাস অর্থে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন, Plot-এর কাহিনী আদি ও অন্তে কার্য-কারণ সমন্বয় হবে এবং এর কাহিনীকে সুবিন্যস্ত ও সংবদ্ধ করতে হবে। ট্র্যাজেডিতে গতি আনয়নের জন্য মূল ঘটনার সঙ্গে একাধিক ঘটনাকে যুক্ত করা যেতে পারে। অ্যারিস্টটল Plot-এর কাহিনীর সময়সীমা সম্পর্কে বলেছেন, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাকে স্থাপন করতে হবে। Plot নাটকের একটি প্রধান ও অপরিহার্য উপাদান। এ কারণেই অ্যারিস্টটল Plot-কে ট্র্যাজেডির প্রাণ ও আত্মা বলে অভিহিত করেছেন।

② চরিত্র বা Ethos :- অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে ট্র্যাজেডির নায়ক সম্পর্কে কম আলোচনা করলেও মূল কথাগুলি প্রায় সবই বলেছেন। ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্র বলতে তিনি উন্নত

Scanned with CamScanner

চরিত্রের কথা বলিয়েছেন। উদাহরণ বলতে তিনি ~~ক্রিয়াকেই~~ বলেছেন, নায়কটি চরিত্র হবে মহৎ, কারণ সেই চরিত্রের বিপর্যয়ে মানবমনে ভীতি ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়। অ্যারিস্টটলের মতে, ট্র্যাজেডির নায়ক হবেন মহৎ, যথাযথ, বাস্তবানুগ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। ট্র্যাজেডির চরিত্র এজন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) ভাষা বা সংলাপ বা Diction :— সংলাপের মধ্য দিয়েই নাট্যকারের জীবনবোধের সম্যক পরিচয় ফুটে ওঠে। নাট্যকার সংলাপের মধ্য দিয়েই চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করে থাকেন। চরিত্রের মুখের সংলাপে নাট্যকাহিনী দর্শক সম্মুখে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সংলাপকে হতে হবে যথাযথ ও পরিমিতিবোধ সমন্বয়। নাটকের বিষয়ানুযায়ী ভাষার রূপও পরিবর্তিত হয়। যেমন— পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের ভাষা হবে আবেগধর্মী, আবার সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের ভাষা হবে অত্যন্ত জীবন নির্ভর। কাজেই ভাষা ট্র্যাজেডির একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

(৪) চিন্তা বা Thought বা Idea :— চিন্তা বা Idea ট্র্যাজেডির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চিন্তা হল নাট্যকারের একটি বিশেষ ভাবনা বা জিজ্ঞাসা, যার আলোকে নাটকের বিভিন্ন চরিত্র এবং উপকরণগুলি সক্রিয় ও সজীব হয়ে ওঠে। নাট্যকারের এই বিশেষ চিন্তা থাকে বলেই নাটকের মধ্যে নাট্যকারের 'জীবনদর্শন' খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের ট্র্যাজেডিতে মানব জীবন সম্পর্কে যেমন একটি বিশেষ দর্শন উঠে এসেছে তেমনি শেক্সপীয়রের রোমান্টিক ও ইবসেনের সামাজিক ট্র্যাজেডিগুলোতেও এই 'দর্শন' পরিস্ফুট।

(৫) দৃশ্যসজ্জা বা Spectacle :— নাটকের Plot-এ যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থাকে তার বাস্তবতা তুলে ধরার জন্যই মঞ্চের পশ্চাদভাগে বিভিন্ন দৃশ্যের ব্যবহার করা হয়। অ্যারিস্টটল দৃশ্যকে সাহিত্যের আলোচনায় খুব গুরুত্ব দিতে চাননি। কারণ, তাঁর মতে, ট্র্যাজেডি পড়েও আমরা আস্বাদ পেতে পারি। তবে ট্র্যাজেডি মঞ্চস্থ করার সময় দৃশ্যসজ্জা অপরিহার্য। দৃশ্যের দ্বারা ট্র্যাজেডির মূল পরিণামকে দর্শক সম্মুখে তুলে ধরা হয়।

(৬) সঙ্গীত বা Song :— ট্র্যাজেডির সবচেয়ে প্রীতিকর উপাদান হল সঙ্গীত। সঙ্গীত নাটকে বৈচিত্র্য আনে, চরিত্রের রূপ ও রহস্যের উদ্ঘাটন করে। তবে সঙ্গীত ব্যবহারে অনেক নাট্যকারই দর্শকদের মনোরঞ্জনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গীত যে একটি চরিত্র হয়ে উঠতে পারে তা গ্রীক নাটকের কোরাসে দেখা যায়। মোট কথায় প্রাচীন নাটক থেকে আধুনিক কালের নাটক পর্যন্ত সঙ্গীতের ব্যবহার অব্যাহত।

সুতরাং নাটকে বা ট্র্যাজেডি নাটকে এই ছয়টি উপাদান থাকলে তবেই নাটক সফল হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner